গান্ধি থেকে রাজপথ

গলি থেকে রাজপথ (গল্পাংশ)

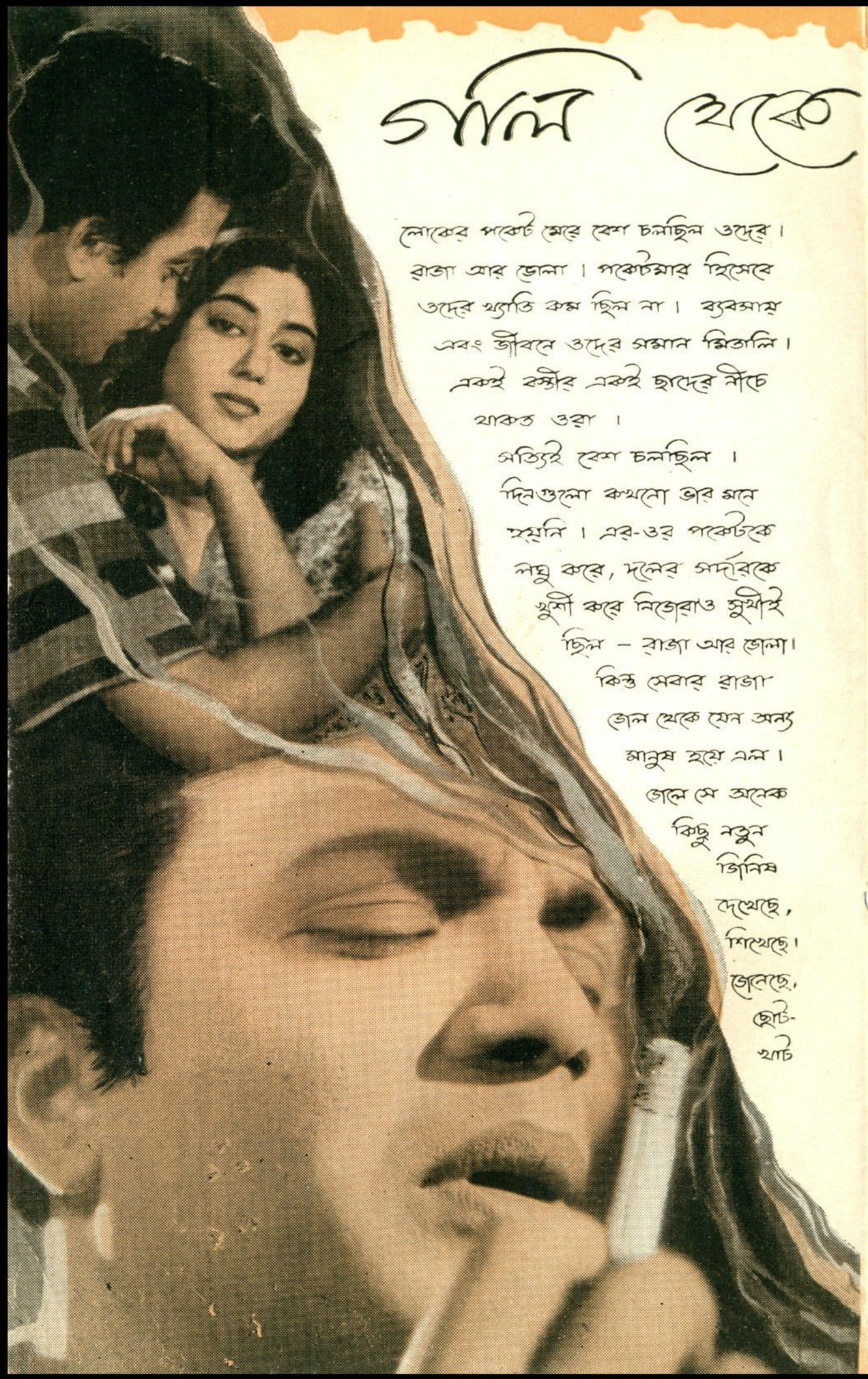

লোকের পকেট মেরে বেশ চলছিল ওদের।
রাজা আর ভোলা। পকেটমার হিসেবে
ওদের খ্যাতি কম ছিল না। ব্যবসায়
এবং জীবনে ওদের সমান মিতালি।
একই বস্তীর একই ছাদের নীচে
থাকত ওরা।
সত্যিই বেশ চলছিল।
দিনগুলো কখনো ভার মনে
হয়নি। এর-ওর পকেটকে
লঘু করে, দলের সর্দারকে
খুশী করে নিজেরাও সুখীই
ছিল — রাজা আর ভোলা।
কিন্তু সেবার রাজা
জেল থেকে যেন অন্য
মানুষ হয়ে এল।
জেলে সে অনেক
কিছু নতুন
জিনিষ
দেখেছে,
শিখেছে।
জেনেছে,
ছোট-
খাট

হাতসাফাইয়ে তেমন কোন সম্মান নেই। সত্যিকার বড় কোন কাজ
করতে গিয়ে ধরা পড়লে বাইরে যেমন তারিফের অন্ত থাকে না,
জেলের ভেতরেও তেমনি সম্মানের আসনটি পাকা হয়।
তাই রাজার ইচ্ছে, এবার তাদের ব্যবসায় খানিকটা
আভিজাত্য আসুক। শুধু লোকের পকেটে হাত না
গলিয়ে তেমন তেমন শাঁসাল লোকের অন্দরমহলেও
মাথা গলাতে চাইল সে। কিন্তু এ উঁদুরের পরিকল্পনা
ভোলার কেমন যেন মনে ধরল না। সে ভাবল,
সুখে থাকতে ভূতের কিল খেয়ে কাজ কি বাপু।
রাজা তখনকার মত নিরস্ত হলেও মনে তার
বাসনার ফানুসটি উড়তে লাগল ঠিক। তাই
ছোট-ছোট কাজের ফাঁকে বড় শিকারের
খোঁজ রাখতে সে ভুলল না। এমনি
সময় মালারা ওখানে এল।
মালা আর তার বাবা হরিবাবু।
দিব্যি প্রাণখোলা লোক এই
হরিবাবু। এককালে যাত্রা
করতেন, মন থেকে সে রস
আজও উবে যায়নি,
বয়সকে তিনি কাছে
ঘেঁষতে দেন নি।
মেয়েকে নিয়ে সেই
হরিবাবুই একদিন
রাজা-ভোলাদের
আস্তানায়
ভাড়াটে হয়ে
এলেন।

না-ডাকতে রাজা আর ভোলা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে গেল। হরিবাবু খুশী হলেন। মালা কিন্তু ওদের এই গায়ে-পড়া উপকার ভালচোখে দেখল না। একটা সন্দেহের কাঁটা প্রতিনিয়ত খচ্ খচ্ করে বাজতে ওর মনে। সে যতদূর সম্ভব ওদের এড়িয়ে চলতে লাগলো।

মালার এই আচরণে রাজা প্রথম প্রথম মজা পেত, তারপর বুঝল নিজের অলক্ষ্যে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ছে! ওর প্রাণে কি যেন একটা সুর থেকে থেকে গুঞ্জন করে উঠছে! শেষ পর্যন্ত রাজা মনোমত একটি শিকারের সন্ধান পেল। মস্ত বড় এক ধনী বাইরে থেকে এখানে এসেছেন নতুন ব্যবসা ফাঁদতে। ত্রিসংসারে তাঁদের কেউ নেই। শুধু, স্বামী আর স্ত্রী। মিঃ ও মিসেস কর। রাজা আগেই ভেতরকার সব খবর নিয়েছিল। একদিন ভাড়া করা পোষাকে ঝিলিক তুলে হাজির হোল তাঁদের বাড়ীতে। কোলকাতার তরুণ ব্যবসায়ী বলে নিজেদের পরিচয় দিল। মিঃ কর প্রথম আলাপেই খুশী হলেন। ওদের ছেলেমানুষী রকম দেখে নিঃসন্তান মিসেস করও কম চমৎকৃত হলেন না। তাই, সে বাড়ীতে রাজা ও ভোলার যাতায়াত বাড়ল। কিন্তু পাকা ব্যবসায়ী মিঃ করের চোখ ওদের চিনতে ভুল করে নি। তা ছাড়া ওদের দেওয়া মিথ্যে ঠিকানায় খোঁজ করে তিনি ওদের আসল পরিচয় সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। তবু, কাউকে তিনি সেকথা জানতে দিলেন না। বরঞ্চ বেশী করে ওদের ওপর বিশ্বাস করতে লাগলেন, আরও বেশী করে কাছে টেনে নিলেন। এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল, এমন একটা

কুৎসিত ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মালাকে বাঁচিয়ে দিল রাজা যাতে মালার প্রাণের বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে গেল। ফুলগুলো পাপড়ি মেলতে আরম্ভ করল। মালা ভাবল, এই মানুষকে এতদিন কেমন করে সে ভুল বুঝে এসেছে! রাজার মাঝেই নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেল মালা। কিন্তু তখনও সে জানেনা যে, রাজার আসল পরিচয়টা কলঙ্কের পাথরে চাপা পড়ে আছে। রাজার মনের রঙ আস্তে আস্তে, একটু একটু করে বদলাচ্ছিল। জীবনের একটা নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল সে। মালার প্রেম, মিসেস করের অপত্য স্নেহ তার চিরাচরিত পথে কেমন যেন বাধা হয়ে দাঁড়াল। এতদিন যে সব দুষ্কার্য সহজভাবেই করে এসেছে, আজ সেগুলো করতে গিয়েও পারল না। অলক্ষিতে দ্বিধা, একটা দ্বন্দ্ব বারবার তার পথ রোধ করতে লাগল। একদিকে মালার ভালবাসা, মিঃ করের অগাধ বিশ্বাস, মিসেস করের স্নেহ আর অন্যদিকে পুরনো জীবনের হাতছানি, সেই অহরহ উত্তেজনার বিচিত্র অনুভূতি! এ যে চৌরাস্তার মোড়! রাজা এখন যায় কোন্ দিকে?

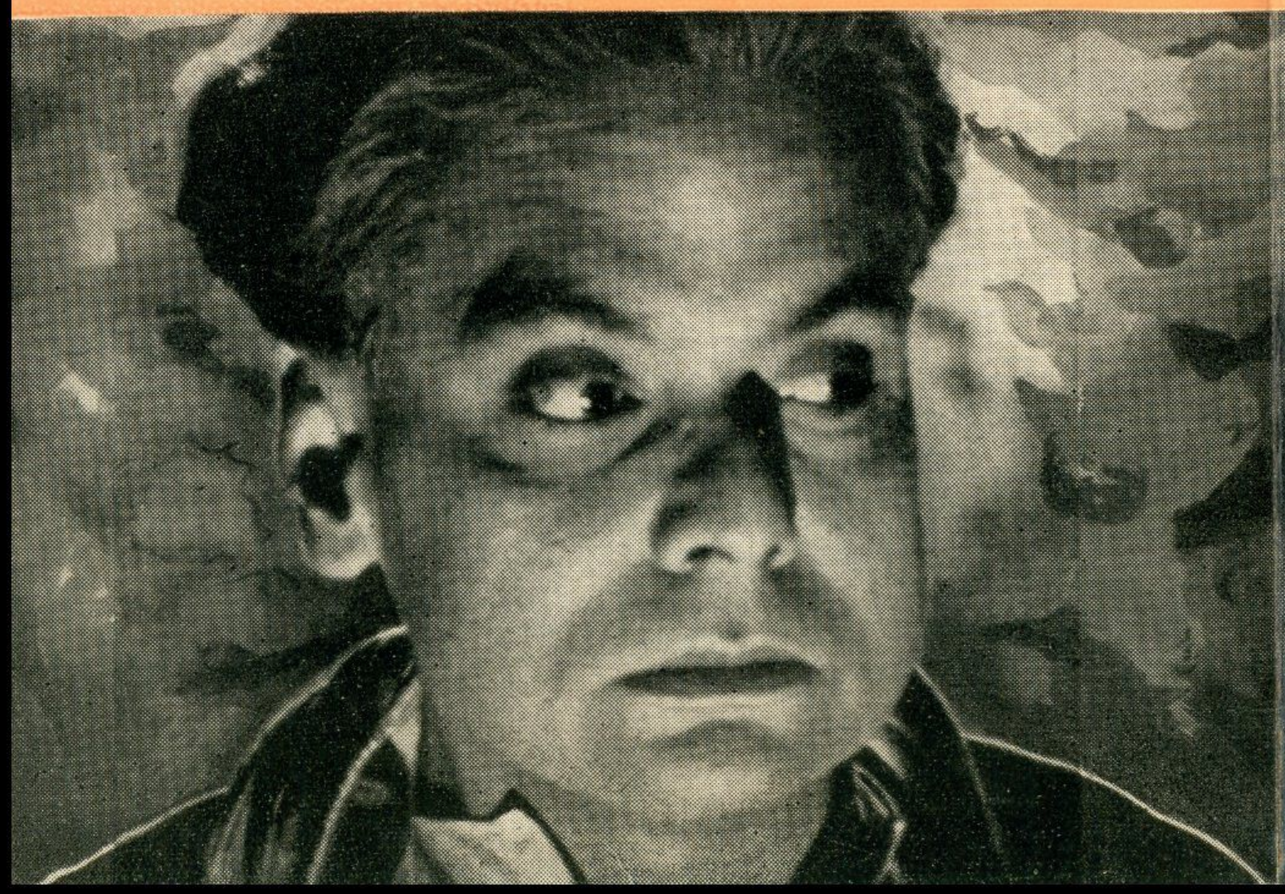

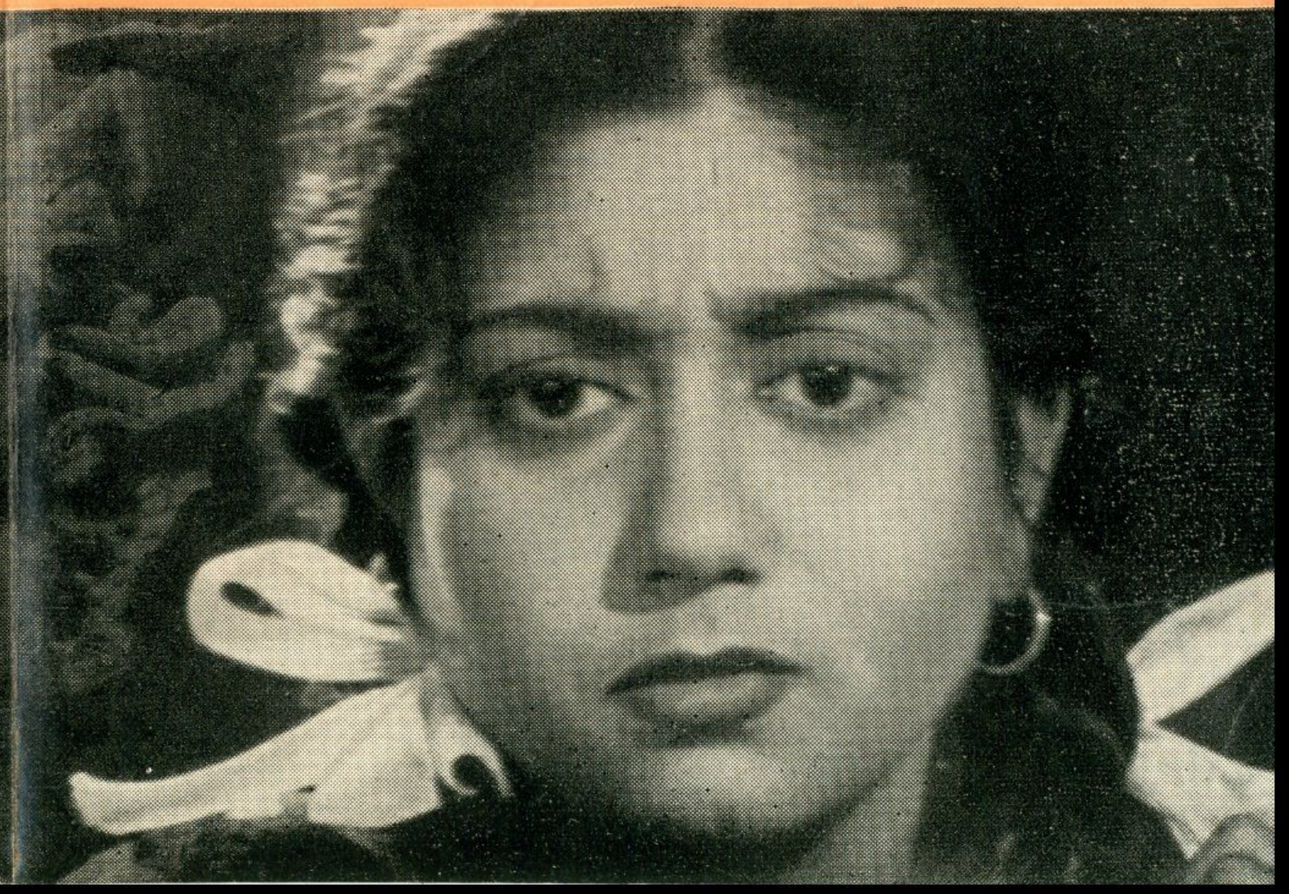

সঙ্গীত

লাগ লাগ লাগ লাগ ভেল্কীর খেলা
পারো যত লুটে নাও সব এই বেলা
এ দুনিয়াটা যেন ভাই সঙেদের মেলা
কেউ রাজা, কেউ চোর কেউ ডিমওয়ালা ॥
কাছে এসে বসে কতো ভালবেসে
পকেটটা কেটে চলে গেল শেষে
রাতে করে চুরি দিনে ভজে হরি
আহা মরি মরি আছি এই দেশে ॥
সোজা পথ ছেড়ে ওরা খোঁজে চোরাগলি
পেটে কিছু নেই মুখে বড় বড় বুলি
তবু তো এদের সাথে হেসে পথ চলি
হাড়িকাঠে ফেলে এরা দেয় সবে বলি ॥
আরে আরে আরে গুঁতো মারে ষাঁড়ে
মামা ধাপ্পা মারে ভারি মজা বারে ;
কটা মাথা ঘাড়ে মামাকে যে মারে
কসে গান গারে লারে লাপ্পা লারে ॥
কেবা রাজা কেবা চোর কেমনে তা বলি,
ফাঁক পেলে সকলেই ভরে নেয় থলি
এ বিষম ভাঁই এ যে মহাঘোর কলি
দেখে শুনে মনে হয় পটল তুলি ॥

সুবীর হাজরা

কে গো তুমি ডাকিলে আমারে
তারার প্রদীপ আকাশ পারে
জ্বেলে দিয়ে যাও এ আঁধারে
কে গো তুমি ডাকিলে আমারে ।
কতো কথা কতো সে সুরে
আজ আমারে ভরেছো
এইক্ষণে তুমি যে মোরে
কত মধুর করেছো
চিনেছি যেন অজানারে ॥

না-বলা কথাটি যদি
কোন দিন বুকে বাজে
আমি মিশে রবো
তবু তোমারি মাঝে
কতো আলো কতো যে রঙে
এই ভুবন সাজালে
তুমি যেন বাঁশীর সুরে
মোর এ গান বাজালে
দেখেছি যেন অদেখারে ॥

গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

তেরে লিয়ে আয়া হ্যায় লেকে কোই দিল
লে লে নজরানা ও ভোলে কাতিল ।
কিতনে ইঁসী হ্যায় ইয়ে পলকোঁ কে সায়ে
দেখ্ তুঝে কোয়ী ইশারোঁ সে বুলায়েঁ
বহেগী ন্য ফিকি বাহারে জিন্দগীকি
আ তুঝকো খুসীকি দিখাদুঁ মনজিল্ ॥
হুস্নকে মেলেমে আকে অলবেলে
বো দিলহী নহী হ্যায় জো দিল সে ন্য খেলে
কহেতী হ্যায় ফসানা নিগাহে মস্তানা
তুঝে তো সমঝানা বড়া হ্যায় মুস্কিলে ॥
জলবে দিখাকে ইয়োঁ নজরে বচানা
করকে বাহানা কিসিকো তরসানা
ছোড় ইয়ে আদায়েঁ জো দিলকো জ্বলায়েঁ
আ মিলকে বনায়ে সুহানী মহেফিল ॥
তেরে লিয়ে আয়া লেকে কোই দিল
লে লে নজরানা ও ভোলে কাতিল,
তেরে লিয়ে আয়া ।

নকশ্ (বম্বে)

এশিয়ান ফিল্মস্-এর

গলি থেকে রাজপথ

প্রযোজনা
প্রদীপ মৈত্র
রচনা ও পরিচালনা
প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত পরিচালনা
সুধীন দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
মিহির সেন
আলোকচিত্র
দীনেন গুপ্ত
শব্দানুলেখন
অতুল চট্টোপাধ্যায়
নৃত্য পরিচালনা
বিনয় ঘোষ
সম্পাদনা
বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
শিল্প-নির্দেশ
সুনীতি মিত্র
গীত-রচনা
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সুবীর হাজরা
নকশ্ (বম্বে)
ব্যবস্থাপনা
শান্তিশেখর ও
বীরেন্দ্র বসু মল্লিক

রূপসজ্জা
শৈলেন গাঙ্গুলী
সাজসজ্জা
দাশরথি দাস ও বিশ্বনাথ দাস
পটশিল্প
কবি দাশগুপ্ত
নেপথ্য-সঙ্গীত
মান্না দে · গীতা দত্ত
আশা ভোসলে
যন্ত্রসঙ্গীত
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
সঙ্গীতানুলেখন
মিঃ শর্মা (বম্বে ফিল্ম লেবরেটরীজ)
ও সত্যেন চ্যাটার্জী (ইণ্ডিয়া
ফিল্ম লেবরেটরীজ)
স্থিরচিত্র
এড্না লরেঞ্জ
আলোকসম্পাত
দুলাল শীল · শম্ভু ব্যানার্জী
নিতাই শীল · শৈলেন দত্ত
বলদেও · জগু সিং · হরিপদ
প্রচার পরিচালনা
বাগীশ্বর ঝা

সহকারীবৃন্দ
পরিচালনা • সীতাংশু ঘোষ
দ্বিজেন চৌধুরী ও সুনীল ঘোষ
চিত্রশিল্প · সুনীল চক্রবর্ত্তী
শঙ্কর গুহ ও বিদ্যা প্রধান
সঙ্গীত • শঙ্কর গাঙ্গুলী
কার্ত্তিক ঘোষ · প্রশান্ত চৌধুরী
সম্পাদনা • রবি সেন
শিল্প নির্দেশ • প্রসাদ মিত্র
রূপসজ্জা • গৌর দাস
ব্যবস্থাপনা · অনিল মণ্ডল
শব্দানুলেখন · সুজিত সরকার
রথীন ঘোষ ও বীরেন নস্কর

শ্রেষ্ঠাংশে
উত্তম · সাবিত্রী
ছবি বিশ্বাস
বিকাশ রায় · তুলসী
চক্রবর্ত্তী · অনুপকুমার
জহর রায় · নৃপতি চ্যাটার্জী
ধীরাজ দাস · মানিক · শৈলেন
হীরা · ঋষি · নিভাননী
ছায়া দেবী · লিলি সাহা
নবাগতা দুর্গা দে ও
মিস্ হেলেন (বম্বে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার • অভয় আশ্রম (বিরাটি) • জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ • বৃটিশ কাউন্সিল অফিস • মিঃ জে. এন. ভান্

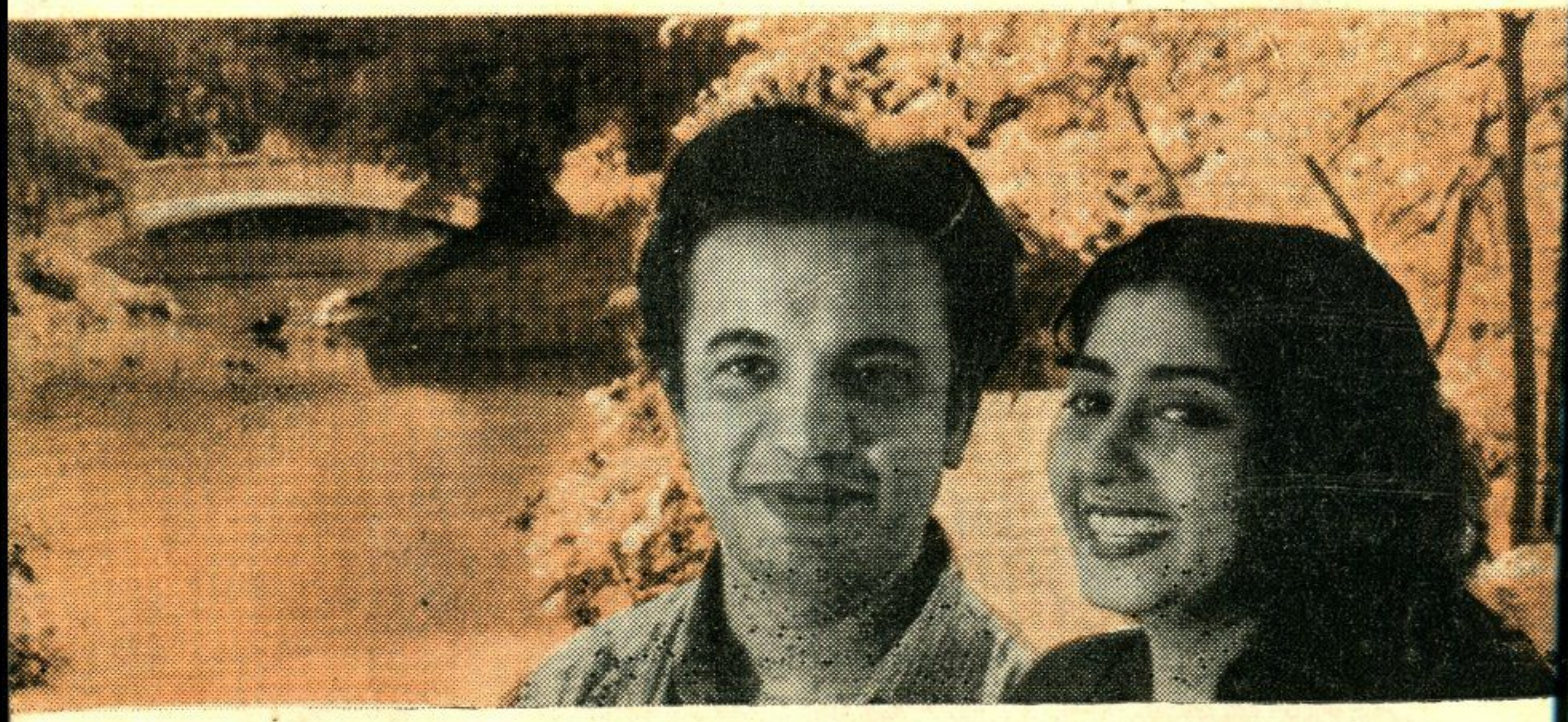

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে আর·সি·এ·শব্দযন্ত্রে ও মিচেল ক্যামেরায় গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজ প্রাইভেট লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

সমর গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রচার-পুস্তিকা অলঙ্কৃত • ন্যাশনাল আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত